স্যন্দন পত্রিকা ২ বিশেষ ক্রোড়পত্র

আগরতলা, ৯ মার্চ, শনিবার, ২০১৯

এক বছরেই দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শের ফারাক স্পষ্ট

।। দেবাশিস মজুমদার।।

আজ বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের বর্ষপূর্তি। এই সময়টা নতুন সরকারের কাজকর্মের কিংবা সাফল্যের মূল্যায়নের নয়। কেননা, এক বছর সময় একটা সরকারের কাজের মূল্যায়নের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। সরকার গঠিত হয়েছে পাঁচ বছরের জন্য। ফলে এই সরকারের কাজের মূল্যায়নও হবে পাঁচ বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই। আর যদি বিগত সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকারের কাজের মূল্যায়ন করতে হয় তবে বলতে হবে এই মূল্যায়ন হতে পারে সামগ্রিকভাবে কেবলমাত্র টানা ২৫ বছরের শাসনের পর। এমনটা সম্ভব হবে কি না তা অবশ্য নির্ধারণ করবেন রাজ্যের জনগণ। কেননা, আজ যারা জোট সরকারের কাজের অনুপুঙ্খ হিসেব নিতে চাইছেন তাদের অবশ্যই তুলনামূলক বিচারে একদিকে রাখা উচিত বামফ্রন্টের নিরবচ্ছিন্ন ২৫ বছরের রাজত্বের ২৫টি বাজেটের অর্থের পরিমাণ, আর অন্যদিকে রাখা উচিত ১ বছরের একটি শিশু সরকারের মাত্র ১টি কার্যকালীন বাজেটের হিসেব। ফলে জোট সরকারের সাফল্যের মূল্যায়ন কিংবা চুলচেরা বিশ্লেষণ করা নিছক অপরিণামদর্শীতা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সরকারের নীতি কিংবা কাজকর্মের সমালোচনার প্রসঙ্গটি অবশ্যই ভিন্ন। কেননা, সরকারের প্রতিদিনের কাজকর্মে কিংবা অবস্থানের কারণে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষ প্রতিদিন প্রভাবিত হয়ে থাকে। এই সিদ্ধান্ত সূমহ থেকে কেউ উপকৃত হচ্ছেন আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারেন। ফলে সরকারের চলমান কার্যাবলী নিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ভিন্নমত কিংবা সমালোচনা থাকা অপ্রত্যাশিত নয়। সরকারকে এ ব্যাপারে উদার মানসিকতা নিয়েই চলতে হবে। জোট রাজত্বের এই সময়টাকে একটা রূপান্তরের কাল হিসাবে দেখা সমীচিন হবে। দীর্ঘ আড়াই দশকের টানা শাসনে গড়ে উঠা একটা সংস্কৃতি থেকে ত্রিপুরা রাজ্য সবে একটা নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। ফলে দুটি সরকারের কাজকর্মের ধরণ, চরিত্র, কিংবা তাদের আদর্শের নিরীখে এই সময়কালটিকে বিচার করা যেতে পারে। সাংবাদিকতায় হাতেখড়ির দিন থেকে এক বছর আগের এই দিনটি পর্যন্ত ত্রিপুরায় একটা মাত্র সরকারকেই শাসন ব্যবস্থার তখতে দেখে আসছি। মহাকরণ বিটের সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে তিনটি'রও বেশি বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালনের খাতিরে ব্যক্তিগত পরিচিতিও ছিল যথেষ্ট। বরং বর্তমান মন্ত্রিসভার দু'একজন মন্ত্রীর কথা বাদ দিলে তুলনায় বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের সাথেই বেশি পরিচিতি ছিল। নতুন সরকারের সময়কালে মহাকরণে নিত্য যাতায়াতের সুবাদে দুটি সরকারের কাজকর্ম প্রতিদিন খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হচ্ছে। ফলে দুটি সরকারের কাজকর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণের নিরীখে একথা বলাই যায় যে, বাম এবং বিজেপি এই দুটি সরকারের মধ্যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে নীতি ও আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।

জোট সরকারের এক বছরের চরিত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক তুলনামূলক দিকগুলিকে আলোচনায় তুলে আনা যাক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করলেও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা কার্যকলাপ ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি একবার সংসদীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে চলে এলে তাঁকে তখন দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হয়। এটাই সংসদীয় ব্যবস্থার রীতিনীতি। বিগত এক বছরে এই বিষয়টিতে দুটি সরকারের চরিত্রের মধ্যে এটি একটি অন্যতম ফারাক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বাম রাজত্বে প্রত্যেকটা মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগের দিন বৈঠক করতে হতো মেলারমাঠের দলীয় কার্যালয়ে। এটাই অঘোষিত নিয়ম ছিল। এটা সত্য যে সরকারি কর্মসূচী রূপায়নে দলীয় নীতি অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কিন্তু প্রত্যেকটা সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য দলীয় রায় নির্ণয় করা হলে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি অনিবার্য ভাবেই উঠে আসতে বাধ্য। বিগত দিনে হয়েছেও তাই। বিরোধীরা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পক্ষপাতদূষ্টতা নিয় প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এই একবছরে বিজেপি-আইপিএফটি জোট রাজত্বে পক্ষপাতদুষ্টতা হয়েছে কিংবা মন্ত্রিসভার বৈঠকের এজেন্ডা নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত হয়েছে একথা ঘোর সমালোচকও বলতে পারবেন না। মন্ত্রিসভার এজেন্ডা নিয়ে মহাকরণেই আলোচনা করেছেন মন্ত্রীরা। সংসদীয় ব্যবস্থাপনায় এটা সবচেয়ে বড় ফারাক এই দুই সরকারের মধ্যে। যার ফলও হাতে নাতে পাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ।

সরকারি কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিগত এবং বর্তমান সরকারের মধ্যে আরেকটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে কর্মচারী ইস্যুতে ভিন্ন মেরুর অবস্থান। নতুন সরকারের সময়কালে এখনো সেই অর্থে নতুন নিয়োগ হয়নি। পুরনো কর্মচারীরাই যে যে স্থানে তখন ছিলেন তাদের ৯০ শতাংশই এখনো একই স্থানে রয়ে গেছেন। কিন্তু একই টেবিলে থাকলেও কর্মচারীদের কাজের চরিত্রে কিংবা দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বেতনক্রম কিংবা কর্মচারীদের অন্যান্য দাবি দাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পালনের বিষয়টিকে বাদ দিলেও বলা চলে, সরকারি তথা জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনে বর্তমানে কর্মচারীরা অনেকটাই দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছেন। যা বিগত আমলে প্রায় তলানীতে গিয়ে ঠেকেছিল। কর্মসংস্কৃতিকে তুচ্ছ করে কেবলমাত্র ভোটব্যাঙ্ক মুখী রাজনৈতিক চরিত্রই এতদিন দেখে আসছিলেন রাজ্যের আপামর সাধারণ জনতা। এই কর্মসংস্কৃতিতে আরও ব্যাপক পরিবর্তন আনার বাকি। তা সত্বেও বলা চলে নিজেদের দাবি দাওয়া আদায় করার পাশাপাশি দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকা কিংবা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতার কথা এ রাজ্যের কর্মচারীরা দীর্ঘকাল পর জানতে শিখেছেন।

বিগত দিনে সরকারি সুবিধা আদায়ের প্রধান এবং অনিবার্য শর্ত ছিল শাসক দলের অনুগামী সদস্যপদ গ্রহণ করা। এই বদ্ধমূল সংস্কৃতি থেকে অবশ্য এখনো অনেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। কিন্তু সরকারি সুবিধা প্রাপ্তির জন্য শাসক দলের ছত্রছায়ায় আসার প্রয়োজন নেই-এই বাস্তবতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমান শাসক দল। সুবিধাবাদী পুরনো নিয়োগ নীতিকে বাতিল করে মেধাকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন নিয়োগ নীতির প্রবর্তন তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ বলা চলে। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা থেকে শুরু করে সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ- সব ক্ষেত্রে নিয়ম, শৃঙ্খলা সর্বোপরি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করার একটা প্রবণতা বর্তমানে দৃশ্যগোচর হচ্ছে, যা বিগত দিনে প্রায় কষ্টকল্পিত ছিল বলা চলে।

উন্নয়ন ইস্যুতে দুই সরকারের পরিকল্পনা কিংবা চিন্তাভাবনায়ও একটা গুণগত ব্যবধান পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন শুধুমাত্র কেন্দ্র নির্ভরতা আর কেন্দ্র বিরোধীতার কথাই শোনা যেত সরকারে মুখে। বিগত এক বছরে রাজ্যের মানুষ স্ব-নির্ভরতার কথাটাই বেশি করে শুনতে পাচ্ছেন। জোট সরকারের দুটি বাজেটেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। প্রত্যক্ষ হোক কিংবা অপ্রত্যক্ষ, কর আরোপ কিংবা বৃদ্ধি করে ত্রিপুরাকে স্বয়ম্ভর করে তোলার অভিযাত্রা এতদিন পর সবে শুরু হয়েছে বলা যায়। যা এতদিন দেখা যায়নি। রাজ্যের উন্নয়নে তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অস্থিত্ব বাম আমলে প্রায় অদৃশ্যই ছিল বলা চলে। গতানুগতি ভাবধারাতেই সরকারটি পরিচালিত হতো। একটা সময়ে রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য অবশ্য দশবর্ষীয় একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সফল হয়নি। বর্তমান সরকার রাজ্যের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে ত্রিপুরাকে উন্নত করে তোলার একটা পরিকল্পনা এবং রূপরেখা সামনে নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করছে। যদিও এই প্রচেষ্টাও কতটা সফলকাম হবে তা মূল্যায়ন হবে সময়ের বিচারে।

সরকার পরিচালনায় দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণিত হয় আদর্শকে সামনে রেখে। শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শকে সামনে রেখে দশকের পর দশক এই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার হাল ধরে রেখেছিল বাম সরকার। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলা যায়- এই সরকারের রাজত্বকালে রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে অনেক। অথচ সমানে পাল্লা দিয়ে বাড়তে দেখা গেছে দারিদ্রের, যা শেষ সময়ে ৬০ শতাংশেরও বেশি ছিল। তার অর্থ দাঁড়ায়- ত্রিপুরাতেও উচ্চ বিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তদের ভান্ডার স্ফীত হয়েছে এবং দরিদ্ররা একই অবস্থানে বিরাজ করছিলেন। যদিও ৩৫ বছরের বাম শাসনের অন্যতম চরিত্র হয়ে উঠতে পারতো সমবায় ভিত্তিক শিল্প কারখানা কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও তার শ্রীবৃদ্ধি। তার পরিবর্তে সমবায় আন্দোলন ক্রমে দুর্বল হয়েছে। অন্যদিকে শ্রমদপ্তরকে দুর্বল করে রাখার পরম্পরা রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি উপেক্ষাই প্রমাণ করে। বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের সেই অর্থে কোনো ঘোষিত আদর্শ না থাকলেও যুবকদের কর্মসংস্থান কিংবা রাজ্যকে স্বয়ম্ভর করে তোলার জন্য রাজ্যের মধ্যেই ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি গড়ে তোলা কিংবা শ্রমিকদের মেধার বিকাশে একাধিক পদক্ষেপ উন্নয়নের একটা দিশাকেই নিশ্চিত করে। পরিশেষে বলা যায়, বাম সরকারের এবং বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের নিয়ন্ত্রক হিসাবে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যেও একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। শিক্ষাগত যোগ্যতায় এই দুই সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে একটা বড় ফারাক রয়েছে। মন্ত্রীদের এই যোগ্যতা সরকারি নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুই সরকারের কার্যকালে একটা বড় পার্থক্য গড়ে তুলছে। যদিও অভিজ্ঞতার নিরীখে অনেক পিছিয়ে জোট মন্ত্রিসভা। এমকি সংখ্যাতত্বের বিচারেও বামফ্রন্ট সরকারের তুলনায় বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা তিনজন কম। তা সত্বেও সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়নের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সক্ষমতার নজির রাখতে পেরেছেন জোট মন্ত্রিসভার সদস্যরা। যা আগামী দিনে রাজ্যের জন্য অনেকটা আশাব্যাঞ্জক ফল হতে পারে বলেই মনে করা সঙ্গত।

www.ilshospitals.com

আমরা এখন এই যোজনাগুলির তালিকাভুক্ত

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা
আয়ুষ্মান ভারত
PM-JAY

আয়ুষ্মান ভারত যোজনা

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিশেষ যোজনার একমাত্র লক্ষ্য সাম্প্রতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক জাতি গণনা অনুযায়ী চিহ্নিত গ্রামীণ পরিবার ও শহরের বিশেষভাবে চিহ্নিত পেশার কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতিরোধী ও সুরক্ষামূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া।

আইএলএস হসপিটালস্ আগরতলা কার্ডিওলজি | CTVS অপথালমোলজি-এর চিকিৎসার জন্য তালিকাভুক্ত।

RBSK
RASHTRIYA BAL SWASTHYA KARYAKRAM
FROM SURVIVAL TO HEALTHY SURVIVAL

রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (RBSK)

ন্যাশনাল হেলথ্ মিশন-এর অন্তর্গত রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম (RBSK) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা শিশুদের জন্মের পর থেকে ১৮ বছর বয়স অবধি জন্মগত ত্রুটি ও অক্ষমতা শনাক্ত করে, এবং সেগুলির চিকিৎসায় সাহায্য করে।

আইএলএস হসপিটালস্ আগরতলা কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্ট (CHD)-এর চিকিৎসার জন্য তালিকাভুক্ত।

মেজর কর্পোরেট, TPAs ও বিভিন্ন ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতেও তালিকাভুক্ত।

ILS-CARE 2415 000 / 89740 50300

ILS HOSPITALS
AGARTALA | DUMDUM | SALT LAKE

With best compliments
from

Department of Youth Affairs & Sports
Government of Tripura

Thriving for excellence

We are on a mission to formulate and implement policies and programmes aimed at facilitating the all round development of the personality of youth through sports and community services. We are committed to inspire the youth and mobilize them for their betterment as well as for the betterment of the society.

Thank you.